শিশু অধিকার

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

শিশু অধিকার

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান সাবেক এমপি

শিশু অধিকার

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান সাবেক এমপি

প্রকাশনায়
কল্যাণ প্রকাশনী
পরিচালনায় : বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
৪৩৫, এফিল্যান্ট রোড, বড়মগবাজার, ঢাকা- ১২১৭
ফোন- ৮৩৫৮১৭৭, ০১৫৫২৩২৭৫৯৩

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট – ২০০৯

দ্বিতীয় প্রকাশ
জুলাই- ২০১৫
আষাঢ়- ১৪২২
রমজান- ১৪৩৬

নির্ধারিত মূল্য : ১০.০০ টাকা মাত্র

মুদ্রণ
আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯৩৪৫৭৪১, ৯৩৫৮৪৩২

Sisu Odhikar - Right Of Child By Prof. Mujibur Rahman, Kalyan Prokasoni, 435, Elephant Road, Bara Moghbazar, Dhaka-1217 Bangladesh. 1st Publication : August 2009, **Fixed Price : 10.00 Taka Only.**

সূচীপত্র

- ভূমিকা ৪
- শিশুর সংজ্ঞা ৬
- অধিকারের সংজ্ঞা ৬
- অধিকারের উৎস পাঁচটি ৭
- আল কুরআনে শিশু ৭
- শিশু সংক্রান্ত হাদীস ৮
- ইসলামে শিশু অধিকার ৮
- দি মডার্ন ইসলাম ওয়েবসাইট ১০
- শিশুদের দ্বারা কাজ করানো ১০
- রাসূলুল্লাহ (সা.) ও শিশু ১১
- আন্তর্জাতিক আইনে শিশু অধিকার ১১
- শ্রম আইনে কিশোর ১৪
- বিপজ্জনক যন্ত্রপাতির কাজে কিশোর নিয়োগ ১৪
- শিশু পাচার ১৫
- সতর্ক ও সজাগ থাকা ১৫
- শেষ কথা ১৬

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

ভূমিকা

"নাহমাদুহু অনুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারিম।"

বাংলাদেশের বেসরকারী টেলিভিশন চ্যানেল ওয়ানে আলোর কাফেলা নামক অনুষ্ঠানে বেশ কয়েকটি বিষয়ে আলোচনার সুযোগ হয়েছিল। তম্মধ্যে একদিনের দেয়া একটি সাক্ষাৎকার প্রোগ্রামে আলোচনার বিষয় ছিল ইসলামে শিশু অধিকার। যার ফলে এ বিষয়ে কুরআন, হাদীস এবং ইন্টারনেট থেকে বেশ কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছিল। এগুলো সকলের কাছে পৌঁছানোর লক্ষ্যে ছোট পুস্তিকা রচিত হল।

আন্তর্জাতিক আইনে ১৮ বছরের কম বয়স যার তাকে শিশু বলা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে ১৪ বছর পর্যন্ত শিশু এবং ১৫ বছর থেকে ১৮ বছর বয়সী শিশুকে কিশোর বলা হয়। শিশু জন্মের জন্য শিশুর কোন পাপ নেই।

ইসলামে সাত বছর বয়সী শিশুকে নামাজের জন্য নির্দেশ দেয়ার এবং ১০ বছর বয়সী শিশুকে নামাজ পড়ার জন্য প্রয়োজনে শাসনের জন্য প্রহার করার কথা বলা হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায় যে ১০ বছরে শরীয়তের আইন প্রয়োগ করার ব্যবস্থা করতে হবে। হাদীসে আরো বলা হয়েছে যে ১০ বছর বয়সী শিশুকে একই বিছানায় শুইতে দেয়া নিষেধ। এ থেকে বুঝা যায় যে এ বয়সে তাদের যৌন অনুভূতি সৃষ্টি হয়। আবহাওয়ার কারণে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন বয়সে শিশুদের এ অনুভূতির তারতম্য হতে পারে।

শিশুদের বুঝতে শিখার বয়স থেকেই লেখাপড়া ও প্রশিক্ষণ পাওয়া, স্বাস্থ্য ও মনন বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া পিতা-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য। কিন্তু বাংলাদেশের জনগণ গরীব হবার কারণে শিশুদের লেখাপড়া না

করিয়ে অভাব পূরণের জন্য কাজে খাটাতে শুরু করে। কিছুটা জোড়াতালী দিয়ে সংসার চালানোর চেষ্টা করে। ফলে প্রশ্ন উঠে শিশুদের লেখাপড়া ও প্রশিক্ষণ পাওয়া স্বাস্থ্য ও মনন বিকাশের অধিকার তারা কি পাচ্ছে? ঝুঁকিপূর্ণ শিশু শ্রম সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও দন্ডনীয় অপরাধ হওয়া সত্বেও এটা কি বন্ধ হয়েছে? জবাব আসবে-না।

শিশুকে গঠন করার জন্য মায়ের ভূমিকা সবচেয়ে বেশী। একটি বিখ্যাত উক্তি এ প্রসংগে উল্লেখ করতে চাই। নেপোলিয়ান বলেছিলেন Give me a good mother I will give you a good nation- আমাকে একজন সুন্দর চরিত্রের ভাল মা দাও আমি তোমাকে একটা সুন্দর জাতি উপহার দিব।

এ সব বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যেই ছোট পুস্তিকাটি রচিত হল। ভবিষ্যতে এ সংক্রান্ত কোন পরামর্শ পেলে পুস্তিকাটি আরো সুন্দর হবে। হাদীসে আছে "বাল্লেগু আন্নি অলাও আয়াত" - তোমাদের কোন একটি আয়াত জানা থাকলেও তা অন্যের কাছে পৌছে দাও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের এ বাণীকে সামনে রেখেই অগ্রসর হলাম। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন ও আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন। আর কাল কিয়ামাতের কঠিন মসীবতের দিনে এটি একটি নাজাতের অসীলা হোক এ কামনাই করি। আমীন ॥

মুজিবুর রহমান সাবেক এমপি

শিশুর সংজ্ঞা

জাতি সংঘ কনভেনশনে বলা আছে–

A Child means every human being below the age of eighteen years.- ১৮ বছরের নীচে সকল মানবসন্তানই শিশু।

বাংলাদেশ শ্রম আইন- ২০০৬ শিশুর সংজ্ঞা দু'ভাগে ভাগ করেছে- ১৪ বছরের নিচে শিশু এবং ১৪ হতে ১৮ বছরের নীচে কিশোর। কিশোর ঝুঁকিপূর্ণ কাজ ছাড়া অন্যান্য কাজ করতে পারবে বলে বাংলাদেশে নিয়ম চালু আছে।

অধিকারের সংজ্ঞা

স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন ও ঘোষণা দ্বারা স্বীকৃত পাওনা হচ্ছে অধিকার। পুরুষ মহিলা ও শিশুসহ সকলের অধিকার সমানভাবে ভোগ করার নিশ্চিত ব্যবস্থা থাকা উচিৎ। পুরুষ শ্রমিকদের তুলনায় মহিলা শ্রমিকদের কম মজুরী প্রদান অথবা সম্মানের দিক দিয়ে কম সম্মান প্রদর্শন সকল আইনেই অপরাধ। আবার শিশুদেরকে বড় মানুষের মত খাটিয়ে কম মজুরী দিয়ে পার পাওয়া ঠগবাজী ছাড়া কিছুই নয়।

অধিকার তিন অর্থে ব্যবহৃত হয় :

১. ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা।

২. বৈষম্য দূরীকরণ।

৩. বিদ্যমান সমস্যা দূরীকরণ। মহিলা ও শিশু শ্রমিকরা তিন অর্থেই পুরোপুরি অধিকার তো পায়ই না, সাধারণ অধিকারও ভোগ করতে পায় না।

তিনটি কারণে শ্রমিকদের সমস্যা হয় এবং অধিকার বঞ্চিত হয়ে মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য হয়–

১. অধিকার সম্পর্কে অসচেতনতা।

২. বিদ্যমান আইন সম্পর্কে ধারনা না থাকা ।

৩. ঐকবদ্ধ না থাকা।

অধিকারের উৎস পাঁচটি

১. আল্লাহ প্রদত্ত কুরআন ও রাসুল (সা.) এর হাদিসে বর্ণিত অধিকার।

২. ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার ঘোষণা, ৩০টি ঘোষণার মধ্যে ২৩ ও ২৪ ধারা শ্রমিকদের জন্য। আই. এল ও কর্তৃক গৃহীত কনভেনশন ১৮৭টি, তন্মধ্যে ৮৭ এবং ৯৮ (সংগঠিত হওয়া ও দর কষাকষি করা) এ দুই ধারাকে অধিকার আদায়ের চাবিকাঠি বলে মনে করা হয়।

৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের- ২৮ এর ৪ ধারায় বলা হয়েছে "নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যেকোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত করিবে না।" সংবিধানের ১৪ ও ১৫ ধারা দু'টি শ্রমিকের অধিকারের সাথে সম্পর্কিত ধারা।

৪. বাংলাদেশের শ্রম আইন

৫. **অন্যান্য উৎস ঃ**
(১) চাকুরী বিধি (২) সংশ্লিষ্ট গেজেট (৩) কোম্পানী আইন।

আল কুরআনে শিশু

১. নিজে বাঁচ, পরিবারকে বাঁচাও জাহান্নামের আগুন থেকে যার ইন্ধন মানুষ ও পাথর। *(সূরা তাহরীম : ৬)*

২. যারা ঈমান এনেছে ও তাদের সন্তানরাও ঈমানের কোন এক মাত্রায় তাদের পদাংক অনুসরণ করেছে, তাদের সেই সন্তানদেরকেও আমরা জান্নাতে তাদের সাথে একত্রিত করব । *(সূরা তুর : ২১)*

৩. গর্ভধারীনী স্ত্রীকে সন্তান প্রসব পর্যন্ত খাওয়ানোর দায়িত্ব স্বামীর *(সূরা তালাক : ৬)*

৪. সন্তান হত্যা করা যাবে না। *(সূরা ইসরা : ৩১)*

৫. দুই বছর মায়ের দুধ খাবার অধিকার শিশুর আছে। *(সূরা বাকারা : ২৩৩)*

৬. সেসব শিশু যারা স্ত্রীলোকদের গোপন বিষয়াদি সম্পর্কে এখনো ওয়াকিফহাল হয় নাই-তাদের জন্য পর্দা প্রয়োজন নেই। *(সূরা নুর-৩১)*

৭. আর তোমাদের শিশুরা যখন বুদ্ধির পরিপক্কতা পর্যন্ত পৌছবে তখন অবশ্যই যেন তেমনি অনুমতি নিয়ে আসে যেমন তাদের বড়রা অনুমতি নিয়ে আসে। *(সূরা নুর-৫৯)*

৮. আমরা যে শুক্রকীটকেই ইচ্ছা করি একটা বিশেষ সময় পর্যন্ত জরায়ুর মধ্যে স্থিতিশীল করে রাখি। পরে তোমাদেরকে একটা শিশুরূপে ভূমিষ্ঠ করি। *(সূরা হজ্জ-৫)*

৯. তিনিই তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। পরে শুক্রকীট হতে, তারপর জমাট বাধা রক্ত হতে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তোমাদেরকে শিশুর আকার আকৃতিতে বের করেন। *(সূরা গাফের-৬৭)*

শিশু সংক্রান্ত হাদীস

১. প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, দায়িত্বশীল তার অধীনস্তদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।

২. ভাল শিক্ষার চেয়ে উত্তম কোন জিনিষ পিতা তার সন্তানকে দিতে পারে না। *(তিরমিযী)*

৩. সন্তান তার পিতার জন্য যে দোয়া করে তা সাদকায়ে জারীয়া।

৪. সন্তানের বিরুদ্ধে অভিযোগের সময় উমর (রা.) পিতাকে সন্তানের ছোট বেলায় হক পালন করেনি বলে বললেন, তুমি বলছ তোমার ছেলে তোমার হক নষ্ট করেছে। আসলে তো তুমি আগেই তার হক নষ্ট করেছ। ওঠো এখান থেকে চলে যাও।

ইসলামে শিশু অধিকার

ইসলাম শিশু অধিকারকে খুবই গুরুত্ব দিয়েছে। শিশুরাই সুস্থ সমাজের কেন্দ্র বিন্দু। ইসলাম পুরুষ ও মহিলাকে বিয়ে করার ব্যাপারে উৎসাহিত করে যাতে শিশুদের মাধ্যমে ভবিষ্যত প্রজন্ম অব্যাহত থাকে। শিশুদের অবহেলা যাতে না হয় এজন্য ইসলাম সতর্ক করেছে। শিশু অধিকারগুলো হলো :

১. ইসলামী শরীয়া ভ্রুন হত্যা হারাম করেছে। ভ্রুন রক্ষা পিতামাতা ও ইসলামী সমাজের দায়িত্ব। কোন চাপ, আঘাত বা বিষ ও ঔষধ দ্বারা ভ্রুন হত্যা করা যাবে না।

২. মায়ের পেটে থেকে শিশুতে পরিণত হওয়া তার অধিকার। গর্ভপাত ইসলামে হারাম।
৩. প্রত্যেক শিশুর শারীরিক ও নৈতিক অধিকার আছে। ব্যক্তি মালিকানা, উত্তরাধিকার দান সহ লালন-পালন, পিতৃপরিচয়, বংশ ও ধর্ম রক্ষার অধিকার আছে।
৪. অন্যান্য শিশুদের মতই এতীম ও অসহায় শিশুদের অধিকার আছে- সমাজ ও রাষ্ট্রকে তা দেখতে হবে।
৫. পূর্ণ দুই বছর মায়ের দুধ খাওয়া সহ সেবাযত্ন পাবার অধিকার আছে।
৬. পিতা-মাতার কাছে সুন্দর পরিবেশে লালিত-পালিত হবার, বিচ্ছিন্ন হলে মায়ের কাছে অথবা নিকটাত্মীয়ের কাছে থাকার অধিকার আছে ।
৭. বয়সপ্রাপ্তি পর্যন্ত শিশুর স্বত্ত্বা ও সম্পদ তার পরিবারের হেফাজতে থাকবে অথবা রাষ্ট্রের কাছে থাকবে।
৮. ইসলাম শিশুদের ধর্মীয় অধিকার নিশ্চিত করে। শিশুদেরকে বিপজ্জনক কাজ, যৌন নির্যাতন, সম্পদ হরণ ও সামাজিক অপরাধ থেকে রক্ষা করতে হবে- এটা তাদের অধিকার।
৯. খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা পাবার অধিকার আছে ।
১০. সুন্দর নাম ও আকিকার অধিকার আছে ।
১১. খারাপ নাম রাখলে তা পরিবর্তন করে ভাল নাম রাখার অধিকার আছে। রাসুল (সা.) খারাপ নাম পরিবর্তন করেছেন ভাল নাম দ্বারা। হারব (যুদ্ধ) নামকে সিলম (শান্তি) নাম এবং আফিরা (নোংরা) নামকে খাজিরা (সবুজ) নাম দিয়েছিলেন।
১২. নিরাপত্তা পাবার অধিকার আছে ।
১৩. স্নেহ, ভালবাসা, যত্ন ও ভাল আচরণ পাবার অধিকার আছে।
১৪. বিপদ থেকে রক্ষা পাবার অধিকার আছে ।
১৫. কুরআন সুন্নাহর শিক্ষা পাবার অধিকার আছে ।
১৬. সাত বছর হলে নামাজ শিক্ষা পাবার অধিকার আছে।
১৭. ভাই বোনের মধ্যে সমান আচরণ পাবার অধিকার আছে।
১৮. ভুল করলে সংশোধিত হবার অধিকার আছে।
১৯. বিয়ের ব্যবস্থা পাবার অধিকার আছে।
২০. তালাকপ্রাপ্তা কন্যার পিতার কাছে আশ্রয় পাবার অধিকার আছে।

দি মডার্ন ইসলাম ওয়েবসাইট

একটি ইসলামিক ওয়েবসাইটে www.themodernislam.com ইসলামে শিশুদের অধিকার সম্পর্কে নিম্নলিখিত অধিকারগুলো বলা হয়েছে–

- The Protection of the Lineage
- The Prohibition of Denying Paternity
- The Prohibition of Legal Adoption
- Adopting a Child to Rear and to Educate
- Attributing the Child to a Man Other Than the Child's Father
- "Do Not Kill Your Children"
- Equal Treatment of Children
- Observing the Limits of Allah Regarding Inheritance
- Disobedience to Parents: A Major Sin
- Insulting Parents: A Major Sin
- The Parent's Consent for Jihad

বাংলায়-১. বংশ রক্ষা করা ২. পিতৃপরিচয় থাকা ৩. দত্তক শিশু আইনে নিষিদ্ধ ৪. শিশুর শিক্ষা দিতে হবে ৫. প্রকৃত পিতারই স্বীকৃতি, অন্য কারো নয় ৬. সন্তান হত্যা নিষিদ্ধ ৭. শিশুদের প্রতি সম আচরণ ৮. উত্তরাধিকারের সীমা সংরক্ষা ৯. পিতামাতার প্রতি সন্তানের আনুগত্য ১০. পিতা-মাতাকে গালি দেয়া কবিরা গুণাহ ১১. জিহাদে যেতে পিতা-মাতার সম্মতি।

শিশুদের দ্বারা কাজ করানো

শিশুদের যদি কোন কাজে লাগাতেই হয় তবে তাদের শারীরিক সামর্থ দেখে দিতে হবে, যদি তা বিবেচনা না করা হয় তবে তাদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে।

১. রাসূল (সা.) এর জীবদ্দশায় অনেক শিশু বিভিন্ন এলাকায় যাকাত সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত ছিল।

২. যদি কোন শিশু কোন কাজ করে যা তার জন্য উপযুক্ত তাতে কোন দোষ নেই। অনেক শিশু অনেক বয়স্ক শ্রমিকের চেয়েও ভাল কাজ করতে পারে। তবে খেয়াল রাখতে হবে যাতে তার লেখাপড়ায় অসুবিধা সৃষ্টি না করে।

৩. শারীরিক সামর্থের বাইরে কাজ দেয়া শিশুদের জন্য আইনত নিষেধ। তাদের কাজের ফাঁকে তাদের জন্য বিনোদন ও খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকতে হবে। কারণ শিশুরা খেলাধূলা পছন্দ করে।

livingshariah@iolteam.com থেকে অনুদিত।

রাসূলুল্লাহ (সা.) ও শিশু

রাসূলুল্লাহ (সা.) শিশুদেরকে খুবই ভালবাসতেন। তার জীবনীতে বেশ কিছু ঘটনা দেখা যায়–

১. নাতি হাসান হুসাইনকে কাঁধে নিয়েও নামাজ পড়েছেন।

২. ঈদের দিনে একজন এতিম শিশুকে রাস্তা থেকে বাসায় নিয়ে পরিষ্কার পরিছন্ন করে পোশাক পরিয়ে নিজ সন্তানের মত আদর করেছেন।

৩. শিশু উমায়েরকে পাখীভক্তের জন্য কবিতা শুনিয়ে তার সাথে হাস্যরসও করেছেন-কবিতাটি হল–
"ওহে আবু উমায়ের, কি হল তোমার নুগায়ের"
(নুগায়ের একটি পাখীর নাম)

৪. নিজ মুখে ফল চিবিয়ে তার রস শিশুর মুখে দিয়ে তাহনিক-শিশুর মুখে সর্বপ্রথম খাদ্য উদ্বোধন করতেন।

৫. রাসূলুল্লাহ (সা.) শিশুদেরকে আগে সালাম দিতেন।

৬. তিনি শিশুদেরকে চুমু দিতেন। একজন সাহাবী বললেন যে তিনি শিশুদের চুমু দেন না। তখন তিনি বললেন আল্লাহ তা'য়ালা যদি তোমার অন্তর থেকে দয়ামায়া উঠিয়ে নিয়ে থাকেন তাহলে আমরা আর কি করতে পারি?

৭. তাঁর ছোট ছেলে ইবরাহীমের মৃত্যুতে তিনি এতটা দূঃখ পেয়েছিলেন যে তিনি চোখের পানি সংবরন করতে পারেন নি।

আন্তর্জাতিক আইনে শিশু অধিকার

১. ১৮ বছরের নীচে সকল শিশুর অধিকার আছে।

২. জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শিশুর জন্য এ অধিকার।

৩. শিশুদের জন্য যা কল্যাণকর তা করার জন্য সকল শিশু সংগঠনকে এগিয়ে আসতে হবে।

৪. সরকার শিশুদের অধিকারকে সহজলভ্য করবে।

৫. সরকার শিশুর পরিবারের অধিকার ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখবে।

৬. সকল শিশুর বেঁচে থাকার অধিকার আছে। আর সরকারকেই এই অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

৭. সকল শিশুর নাম ও জাতীয়তা তালিকাবদ্ধ করতে হবে।

৮. সরকার শিশুর নাম, জাতীয়তা ও পরিবারকে সম্মান করবে।

৯. শিশুর ইচ্ছা ব্যতীত তাকে তার পিতা-মাতা থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না।

১০. বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত পিতামাতাকে তাদের সন্তানদের দেখা ও অবস্থান করার সুযোগ দিতে হবে।

১১. অবৈধভাবে শিশুকে অন্য দেশে নেয়া যাবে না।

১২. শিশু যা চিন্তা করে তা তাকে বলতে দেয়া।

১৩. শিশুদেরকে তথ্য অবহিত করা।

১৪. শিশুকে তার ধর্মীয় অধিকার দেয়া।

১৫. শিশুকে একসাথে মিশতে দেয়া।

১৬. শিশুর গোপনীয়তা রক্ষা করা।

১৭. প্রচার মাধ্যমে শিশুর জ্ঞান অর্জনের সুযোগ দেয়া।

১৮. শিশুদের মাতা-পিতা বা অভিভাবককে সহযোগীতা করা যাতে শিশুদের প্রতিপালন ভালভাবে হয়।

১৯. শিশুদেরকে অবহেলা ও সন্ত্রাস থেকে মুক্ত রাখা।

২০. যে সমস্ত শিশু তার নিজ পরিবারে ভালমত যত্ন পায় না তাদের যত্ন সেখানকার ধর্মীয় ও ভাষাভাষি ব্যক্তিদেরকে নিতে হবে।

২১. দত্তক শিশুদের জন্য যা কল্যাণকর তাই তার কর্তৃপক্ষকে করতে হবে।

২২. প্রবাসী শিশুরা দেশীয় শিশুর মতই সমান অধিকার ভোগ করবে।

২৩. অক্ষম শিশুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে তারা পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে।

২৪. শিশুদের জন্য পুষ্টিকর খাবার বিশুদ্ধ পানি সুন্দর পরিবেশের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

২৫. যে সমস্ত শিশু পিতামাতার পরিবর্তে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রতিপালিত তাদের লালন-পালন নিয়মিত পর্যালোচনা হতে হবে।

২৬. প্রয়োজনে শিশুর প্রতিপালনে পরিবারকে সহযোগীতার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করতে হবে।

২৭. শিশুদের মানসম্মত শারিরীক, মানসিক প্রয়োজন পূরণ করতে হবে। যেসব পরিবার এগুলো পূরণ করতে অসমর্থ সেসব পরিবারকে সরকার সহযোগিতা করবে।

২৮. সকল শিশুরই প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করার অধিকার আছে।

২৯. শিশুর শিক্ষা তার ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা বিকাশে সহায়ক ভূমিকা রাখবে যাতে তার পরিবার ও দেশীয় সংস্কৃতিকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করা হয়।

৩০. শিশু তার পরিবারের ভাষা ও প্রথা শিখতে ও ব্যবহার করতে পারবে।

৩১. সকল শিশুরই বিনোদন ও খেলা করার অধিকার আছে, সেই সাথে বৃহৎ জনগোষ্ঠিতে যোগ দেয়ার সুযোগ দিতে হবে।

৩২. সরকার শিশুকে বিপজ্জনক কাজ থেকে রক্ষা করবে অথবা যা তার স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ক্ষতিগ্রস্থ করবে তা থেকেও তাকে রক্ষা করবে।

৩৩. বিপজ্জনক ঔষধ সেবন থেকে শিশুকে সরকার রক্ষা করবে।

৩৪. শিশুকে যৌন নির্যাতন থেকে রক্ষা করবে সরকার।

৩৫. সরকার শিশুকে অপহরণ বা বিক্রির হাত থেকে রক্ষা করবে।

৩৬. সরকার শিশুর উন্নয়ন ক্ষতিগ্রস্থ ও বাধাগ্রস্থ হয় এমন সবকিছু থেকে শিশুকে রক্ষা করবে।

৩৭. কোন শিশু আইন লঙ্ঘন করলে তাকে নিষ্ঠুর কোন শাস্তি দিবে না, তাকে কারাগারে বয়স্কদের সাথে রাখবে না এবং যেখানেই রাখা হোক যেন তার পরিবারের সংস্পর্শে থাকতে পায়।

৩৮. ১৬ বছরের নীচে কোন শিশুকে সরকার সামরিক বাহিনীতে নিয়োগ করতে পারবে না।

৩৯. অবহেলিত উপেক্ষিত শিশুকে বিশেষ ব্যবস্থায় সাহায্য করতে হবে যাতে তার স্বাস্থ্য ও মনের পূর্ণ স্ফূরণ ঘটে।

৪০. যে শিশু আইন ভঙ্গ করে ভর্ৎসনা পায় তাকে আইনী সহযোগিতা দিতে হবে।

৪১. এই কনভেনশনগুলো থেকে অধিকার বঞ্চিতকারী কোন দেশীয় আইন হলে সে আইন রহিত হবে।
শেষ কথা : সরকারকে এই কনভেনশনের বিধি-বিধানগুলো শিশু ও তার পিতামাতাকে অবহিত করতে হবে।

শ্রম আইনে কিশোর

১৫ হতে ১৮ বছরের শিশুকে কিশোর বলা হয়।
কতিপয় কাজে কিশোর নিয়োগে বাধাঃ কোন প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি চালু অবস্থায় উহা পরিস্কারের জন্য, উহাতে তেল প্রদানের জন্য বা উহাকে সুবিন্যস্ত করার জন্য বা উক্ত চালু যন্ত্রপাতির ঘূর্ণায়মান অংশগুলির মাঝখানে অথবা স্থির এবং ঘূর্ণায়মান অংশগুলির মাঝখানে কোন কিশোরকে কাজ করতে অনুমতি দেওয়া যাইবে না। (ধারা ঃ ৩৯)

বিপজ্জনক যন্ত্রপাতির কাজে কিশোর নিয়োগ

১. কোন কিশোর যন্ত্রপাতির কোন কাজ করিবেন না, যদি না- (ক) তাহাকে উক্ত যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত বিপদ সম্পর্কে এবং এই ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে ওয়াকেবহাল করানো হয়; এবং (খ) তিনি যন্ত্রপাতিতে কাজ করার জন্য যথেষ্ট প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিয়াছেন অথবা তিনি যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত অভিজ্ঞ এবং পুরোপুরি জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে কাজ করেন। (ধারা ঃ ৪০)
২. এই বিধান কেবল মাত্র ঐ সকল যন্ত্রপাতি সম্পর্কে প্রযোজ্য হইযে যে সম্পর্কে সরকার বিজ্ঞপ্তি মারফত ঘোষণা করে যে, এইগুলি এমন বিপজ্জনক যে উহাতে উপ-ধারা (১) উল্লেখিত শর্তাদি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত কোন কিশোরের পক্ষে কাজ করা উচিত নহে।
৩. সরকার সময়ে সময়ে গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজের যে তালিকা প্রকাশ করিবে ঐ সকল কাজে কোন কিশোর কিশোরীকে নিয়োগ করা যাইবে না।

ধারা ঃ ৪২- ভূগর্ভে এবং পানির নীচে কিশোরের নিয়োগ নিষেধ- কোন কিশোরকে ভূগর্ভে বা পানির নীচে কোন কাজে নিয়োগ করা যাইবে না।

শিশু পাচার

দেশের ভিতরে বা দেশের সীমানা পেরিয়ে বাইরে পাচার হয়ে থাকে অনেক শিশু। উদ্বেগজনক হারে এরা পাচার হচ্ছে ভারত, পাকিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্যসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। পাচার হওয়া শিশুদের হত্যা করে শরীরের অমূল্য অংগসমূহ কেটে নিয়ে বিক্রি করা হয়। যেমন - ১. কিডনী ২.কর্ণিয়া ।

সরকার নারীশিশুদের মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে ভ্রমনে বাধা দিলেও একটা সমীক্ষায় দেখা যায় যে গৃহস্থালী কাজ বা পরিচ্ছন্ন কর্মী হয়ে স্কুল, হাসপাতাল যেখানেই নিযুক্ত হোক না কেন এদের পারিশ্রমিক এত কম দেয়া হয় যে এরা বিকল্প আয়ের উৎস হিসেবে যৌন কর্মকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। টাকার লোভে নারীশিশু পাচারকারী চক্র এদেরকে যৌন কর্মীদের হাতে বিক্রি করে ফেলে। ফলে এরা অসামাজিক কাজ করতে না চাইলেও তা করতে বাধ্য করা হয়। এ ব্যাপারে জরুরী ভিত্তিতে এদের রক্ষার জন্য সরকারকে কার্যকরী দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে হবে। মুসলিম দেশ হিসেবে বাংলাদেশের মর্যাদা রক্ষা করতে হবে।

সতর্ক ও সজাগ থাকা

শিশুদের বেশ কিছু কাজে তাদের পিতামাতাকে **সতর্ক ও সজাগ থাকতে হবে**। এরমধ্যে -

১. শিশুদেরকে সময়মত খাবার খাওয়ানো।

২. তাদেরকে মানসম্মত খাদ্য সরবরাহ করা।

৩. তাদের বন্ধু ও সঙ্গী-সাথী নির্বাচন করে দেয়া– কথায় আছে, ‘সৎ সংগে স্বর্গবাস– অসৎ সংগে সর্বনাশ’।

৪. টেলিভিশন দেখার নেসা সৃষ্টি হতে না দেয়া।

৫. কম্পিউটার ও মোবাইল ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্ক দৃষ্টি রাখা।

৬. ধুমপান ও বিভিন্ন প্রকার মাদক এবং নেশা জাতীয় দ্রব্য থেকে দূরে রাখা।

৭. ভাল কাজের প্রতি আকর্ষণ ও খারাপ কাজের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টির ব্যাপারে Motivation- এর কাজ অব্যাহত রাখা।

৮. ধর্মীয় জ্ঞান প্রদান ও ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার ব্যাপারে আগ্রহ সৃষ্টি করা এবং নেকী ও গুনাহ্ সম্পর্কে সচেতন করা।

৯. মুসলিম শিশুদের জন্য ১০ বছর হলেই নামাজ আদায়ে বাধ্য করা এবং বিছানা আলাদা করে দেয়া।

১০. বড়দের শ্রদ্ধা করার বাস্তব প্রশিক্ষণ দেয়া।

শেষ কথা

শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ কর্ণধার। শিশুরা আমাদের জন্য সাদকায়ে জারিয়া। তাদেরকে ভালভাবে গড়তে পারলে আমাদেরই কল্যাণ এবং তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে রাখলে আখেরাতে আমাদেরকেই জবাবদিহি করতে হবে। তাই দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণকে সামনে রেখে দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য সরকার সহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে শিশুদেরকে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে। এ উদ্দেশ্যে অল্প বয়স থেকেই তাদেরকে লেখাপড়া ও সঠিক প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন। মুসলিম শিশু সন্তানদের ক্ষেত্রে তাদেরকে কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান প্রদান করে সে মোতাবেক চলতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া শুধু পিতামাতার দায়িত্ব ও কর্তব্যই নয়, এটা সরকারেরও দায়িত্ব ও কর্তব্য। আসুন আমরা সকলে মিলে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সঠিক জ্ঞান প্রদান ও সৎ চরিত্র গঠনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখার চেষ্টা করি। আল্লাহ্ আমাদের তৌফিক দিন। আমীন ॥

"ওয়া আখেরো দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।"

লেখকের অন্যান্য বই

- শেষ নিবাস
- ইসলামী আচরণ
- শ্রমিকের অধিকার
- আখেরাতের প্রস্তুতি
- ইউরোপে এক মাস
- আল্লাহর পথে খরচ
- আরব ভূখণ্ডে কিছুক্ষণ
- আল-কুরআনে সংলাপ
- দৌড়াও আল্লাহর দিকে
- নির্বাচিত হাজার হাদীস
- আলকুরআনে উদাহরণ
- মালয়েশিয়ায় এক সপ্তাহ
- কারাগার থেকে আদালতে
- মহিলা শ্রমিকের অধিকার
- জামায়াতের সংসদীয় ইতিহাস
- সহজ কথায় ইসলামী আন্দোলন
- কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে উশর
- Islam & Rights of Labours
- কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী
- আল-কুরআনের পাতায় শ্রম, শ্রমিক ও শিল্প
- চেহারা ও সম্পদ নয়: অন্তর ও আমলই বিচার্য
- আল-কুরআন একনজরে একশত চৌদ্দ সূরা
- মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
- বুখারী শরীফ প্রথম খন্ড অবলম্বনে হাদীসের শিক্ষা
- কুরআন ও হাদীসের আলোকে রোগীদের জন্য সুসংবাদ

প্রকাশনায়
কল্যাণ প্রকাশনী